ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-২৪৯৪

শান্তিরবাজার, ২০ জানুয়ারি, ২০২৫

পিলাক প্রত্ন ও পর্যটন উৎসবের উদ্বোধন
রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ঃ পর্যটন মন্ত্রী

রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আকষর্ণীয় করে তুলতে পরিকাঠামো উন্নয়নেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পশ্চিম পিলাক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে তিন দিনব্যাপী পিলাক প্রত্ন ও পর্যটন উৎসবের উদ্বোধন করে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত। পিলাক প্রত্ন ও পর্যটন উৎসবের উদ্বোধন করে পর্যটন মন্ত্রী আরও বলেন ঊনকোটি, ছবিমুড়া, নারিকেলকুঞ্জ, মাতাবাড়ি, বনদুয়ারে ৫১ পীঠ পার্কের উন্নয়নে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি পর্যটন আবাসগুলিরও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পিলাক, তৃষ্ণা অভয়ারণ্য, বনকুল মহামুনি বৌদ্ধ পর্যটন ক্ষেত্রগুলিকে নিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলা হবে। পিলাক পর্যটন ক্ষেত্রকে বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, উৎসব ও মেলায় জাতি-জনজাতি অংশের মানুষের মিলন ঘটে। সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। পিলাক প্রত্ন ও পর্যটন উৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হয়েছে। উৎসব প্রাঙ্গণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিসিএম সৈফুদ্দিন আহমেদ।

****